রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক" ২০২১ সনের ২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ১৪, ২০২১

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৭—২৩
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২১—৪০
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৭—৭৪
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	১
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

[শুল্ক]

বিশেষ আদেশ

তারিখ : ১৩ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২৯ অক্টোবর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৬২/২০২০/শুল্ক/২২৮।—The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন নামীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইস্যুকৃত বন্ড লাইসেন্স এর বিপরীতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য নিম্নরূপভাবে বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিল, যথা :

ক্রঃ নং	বন্ড লাইসেন্স নং ও তারিখ	বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
০১।	২২/কাস-এসবিডব্লিউ/৮২, তারিখ : ২৫-১১-১৯৮২ খ্রিঃ	৪,৫০,০০০.০০
২।	৫০৫/কাস-এসবিডব্লিউ/৮৫, তারিখ : ০২-১১-১৯৮৫ খ্রিঃ	২,৫০,০০০.০০
	মোট	৭,০০,০০০.০০ (সাত লক্ষ)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

ফরিদা ইয়াসমীন

দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

পরিপত্র

তারিখ : ১২ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২৮ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৪.০০.০০০০.০৫১.২২.০৩০.১৯-৪৬৩—দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ যুব, যার পরিমাণ প্রায় ৫৩ মিলিয়ন। বর্তমানে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর স্তরে বাংলাদেশের

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

অবস্থান। এ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর সুবিধা কার্যকর করার প্রয়াসে যুবদের যথোপযুক্ত কর্মে নিযুক্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এজন্য যুবদের সর্বোচ্চ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে, যুবদের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তাকে চিহ্নিত করা এবং যুবদের সম্যক অবস্থা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অবহিত থাকা অতীব জরুরী। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'যুব উন্নয়ন সূচক ফ্রেমওয়ার্ক' (Youth Development Index) গঠন করা হয়েছে। এ সূচকের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে যুবদের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। একই সাথে যুব উন্নয়ন সূচক বছরভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে ভূমিকা রাখবে।

২। বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক (Youth Development Index) এ ব্যবহৃত ডোমেইনসমূহ এবং ভার নির্ধারণ সূচকসমূহ নিম্নরূপ :

যুব উন্নয়ন সূচক	ডোমেইন	ভার/গুরুত্ব (%)
বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক (২০১৯)	ডোমেইন ১: শিক্ষা	২৫%
	ডোমেইন ২: স্বাস্থ্য ও কল্যাণ	২৫%
	ডোমেইন ৩: কর্মসংস্থান ও সুযোগ	২৫%
	ডোমেইন ৪: অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি	২৫%

৩। বর্ণিত ডোমেইনভিত্তিক সূচক নির্ধারণে ব্যবহৃত সূত্র (Formula) হচ্ছে :

1. Particular Indicator Score:

$$\text{Indicator}_{ji}=\frac{\text{Country Value } y_{ji}—\text{Minimum Value } y_{ji}}{\text{Maximum Cut off } y_{ji}—\text{Minimum Value } y_{ji}}$$

2. Domain Score Calculation:

$$\text{Domain Score}_j=\frac{\sum_{i=1}^{n} Weighted\ Indicators_{\ jix}\ \text{BandedScore}_{ji}}{\sum_{i=1}^{n} Weighted\ Indicators\ ji}$$

এখানে, j=Domain Name, Y=নির্দেশকের নাম, n=Number of Indicators, i=Indicator Country Value Y_{ji}= ডোমেইন এর একটি নির্দেশকের গড় মান, Minimum Value $_{ji}$= ডোমেইন এর প্রত্যেক নির্দেশকের নির্দিষ্ট একটি বছরে সর্বনিম্ন মান, Maximum cut off $_{ji}$=ডোমেইন এর প্রত্যেক নির্দেশকের নির্দিষ্ট একটি বছরে সর্বোচ্চ মান, Domain Score$_j$=প্রত্যেক ডোমেইনের সকল নির্দেশক হতে প্রাপ্ত মান, Weighted Indicators $_{ji}$=ডোমেইন এর প্রত্যেক নির্দেশকের মানের শতকরা অংশ (ভার/গুরুত্ব)।

৪। সবগুলো ডোমেইনের ফলাফল একত্রে নিম্নলিখিত সূত্রের মাধ্যমে গণনা করে যুব উন্নয়ন সূচক বের করা হয়:

$$\text{BYDI Score}=\frac{\sum_{j=1}^{m} Weighted\ Domain\ _j \times \text{Domain Score}_j}{\sum_{j=1}^{m} Weighted\ Domain\ j}$$

এখানে, BYDI=Bangladesh Youth Development Index, J=Domain Name, m=Number of Domain, i=Indicator

৫। ২০১৩ ও ২০১৮ সালের সংশ্লিষ্ট তথ্য (Data) নিয়ে বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক হিসাব (Calculation) করা হয়েছে। উক্ত হিসাবমতে, বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৩ সালে ০.৪৭০ এবং ২০১৮ সালে ০.৫৬৭।

৬। বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক হিসাব (Bangladesh Youth Development Index) নির্ধারণের বর্ণিত সূত্র (Formula) এবং এ সূত্রে ২০১৩ ও ২০১৮ সালের নির্ণীত সূচক (Index) এতদ্বারা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে Bangladesh Youth Development Index (BYDI) প্রতি ০৩ (তিন) বছর পর পর নির্ধারণ করা হবে।

মো: আখতার হোসেন
সচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
জামস শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০২ নভেম্বর ২০২০ খ্রিঃ

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৯৭.১৮-২৩৯—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০ ধারার (৩) উপধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থা, চাঁদপুর জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনীত করা হলো :

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণি	নাম, পিতা/স্বামীর নাম ও ঠিকানা	পদবি
০১	১০(১) (ঘ)	শিক্ষিকা	অধ্যাপিকা মাসুদা নুর খান, অধ্যাপক, পুরান বাজার ডিগ্রী কলেজ, চাঁদপুর, সদস্য সচিব, চাঁদপুর জেলা মহিলা আওয়ামী লীগ;	চেয়ারম্যান
০২	১০(১) (ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	মিসেস আয়শা রহমান, সদস্য, চাঁদপুর জেলা মহিলা আওয়ামী লীগ; চাঁদপুর;	সদস্য
০৩	১০(১) (ঙ)	সমাজসেবী	শামীম আরা বেগম মুন্নী, পিতা-মৃত ফখরুদ্দিন, মাতা-সায়রা খাতুন, স্বামী-মহসিন খান, সং-৮৭/৮৩, রাবেয়া ম্যানশন, জে.এম সেনগুপ্ত রোড, চাঁদপুর;	সদস্য
০৪	১০(১) (ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	এড. জোহরা বেগম রুমা, পিতা-মৃত মোঃ কবির হোসেন, মাতা-হাসিনা বেগম, স্বামী-এড. মজিবুর রহমান ভুইয়া, সাং-১০৭৫, অহনা পার্ক, পালপাড়া, চাঁদপুর;	সদস্য
০৫	১০(১) (ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	শেখ আমেনা আহমেদ মুক্তা (মুক্তা পীযুষ), পিতা- শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ, স্বামী-পীযুষ বড়ুয়া, ৫৮/২৯ তরপুরচন্ডী, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের অধ্যাপিকা মাসুদা নুর খান, অধ্যাপক, পুরান বাজার ডিগ্রী কলেজ, চাঁদপুর, সদস্য সচিব, চাঁদপুর জেলা মহিলা আওয়ামী লীগ উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ০২-১১-২০২০ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোনো সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দিলীপ কুমার দেবনাথ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শাখা-সেল

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৫ নভেম্বর ২০২০ ইং

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৭.০৬.০৫৮.২০-২০৭—নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে নির্দেশক্রমে নিম্নেবর্ণিত "বিভাগীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি" গঠন করা হলো :

সভাপতি

০১ বিভাগীয় কমিশনার

সদস্যবৃন্দ

০২ অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সাধারণ)

০৩ ডি আই জি (পুলিশ)

০৪ জেলা প্রশাসক

০৫ চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ

০৬ সিভিল সার্জন

০৭ পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ

০৮ উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর

০৯ উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

১০ উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

১১ জেলা শিক্ষা অফিসার

১২ জেলা তথ্য অফিসার

১৩ বিজ্ঞ পিপি, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল

১৪ মেডিকেল অফিসার, ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার

১৫-১৬ সুশীল সমাজের ২ জন প্রতিনিধি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)

১৭-১৮ এনজিও প্রতিনিধি-২জন (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)

সদস্য-সচিব

১৯ উপপরিচালক/জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা

২। কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম জোরালোভাবে পরিবীক্ষণ;

(খ) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;

(গ) গৃহীত পদক্ষেপ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;

(ঘ) জনসচেতনতা তৈরির জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঙ) বিভিন্ন আদালত/ট্রাইব্যুনালে চলমান নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা সম্পর্কিত পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান;

(চ) কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপট করতে পারবে।

৩। পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত এ কমিটি বলবৎ থাকবে এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৭.০৬.০৫৮.২০-২০৬—নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে নির্দেশক্রমে নিম্নেবর্ণিত "কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি" গঠন করা হলো :

সভাপতি

০১ সিনিয়র সচিব/সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

০২ সিনিয়র সচিব/সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (যুগ্ম সচিব পর্যায়ের নিচে নয় এমন একজন প্রতিনিধি)

০৩ সিনিয়র সচিব/সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (যুগ্ম সচিব পর্যায়ের নিচে নয় এমন একজন প্রতিনিধি)

০৪ সিনিয়র সচিব/সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (যুগ্ম সচিব পর্যায়ের নিচে নয় এমন একজন প্রতিনিধি)

০৫ সিনিয়র সচিব/সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (যুগ্ম সচিব পর্যায়ের নিচে নয় এমন একজন প্রতিনিধি)

০৬ সিনিয়র সচিব/সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (যুগ্ম সচিব পর্যায়ের নিচে নয় এমন একজন প্রতিনিধি)

০৭ সিনিয়র সচিব/সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (যুগ্ম সচিব পর্যায়ের নিচে নয় এমন একজন প্রতিনিধি)

০৮ সিনিয়র সচিব/সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (যুগ্ম সচিব পর্যায়ের নিচে নয় এমন একজন প্রতিনিধি)

০৯ সিনিয়র সচিব/সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, (যুগ্ম সচিব পর্যায়ের নিচে নয় এমন একজন প্রতিনিধি)

১০ সিনিয়র সচিব/সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, (যুগ্ম সচিব পর্যায়ের নিচে নয় এমন একজন প্রতিনিধি)

১১ সিনিয়র সচিব/সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, (যুগ্ম সচিব পর্যায়ের নিচে নয় এমন একজন প্রতিনিধি)

১২ সিনিয়র সচিব/সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, (যুগ্ম সচিব পর্যায়ের নিচে নয় এমন একজন প্রতিনিধি)

১৩ সিনিয়র সচিব/সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, (যুগ্ম সচিব পর্যায়ের নিচে নয় এমন একজন প্রতিনিধি)

১৪ সিনিয়র সচিব/সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, (যুগ্ম সচিব পর্যায়ের নিচে নয় এমন একজন প্রতিনিধি)

১৫ অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা

১৬ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১৭ বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা

১৮ মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা

১৯ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ঢাকা

২০ নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকা

২১ প্রকল্প পরিচালক, নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম

২২ যুগ্মসচিব (শিশু ও সমন্বয়), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২৩ নির্বাহী পরিচালক, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

২৪ সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

২৫ সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম

২৬ নির্বাহী পরিচালক, শিশু উন্নয়ন ফোরাম

সদস্য-সচিব

২৭ উপসচিব (সেল), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২। কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) দেশব্যাপি নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে যাবতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ;

(খ) সকল জেলা পর্যায়ের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;

(গ) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(ঘ) জনসচেতনতা তৈরির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঙ) বিভিন্ন আদালত/ট্রাইব্যুনালে চলমান নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা সম্পর্কিত পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান;

(চ) কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপট করতে পারবে।

৩। পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত এ কমিটি বলবৎ থাকবে এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৭.০৬.০৫৮.২০-২০৫—মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নারী ও শিশু নির্যাতন কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ সেলের কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৩১ সদস্য বিশিষ্ট "নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং যৌতুক বিরোধী জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি" নিম্নরূপভাবে নির্দেশক্রমে পুনর্গঠন করা হলো :

সভাপতি

০১ মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

০২ অপরাজিতা হক, মাননীয় সংসদ সদস্য-৩২০, মহিলা আসন-২০

০৩ কানিজ ফাতেমা আহমেদ, মাননীয় সংসদ সদস্য-৩০৮, মহিলা আসন-০৮

০৪ সিনিয়র সচিব/সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

০৫ সিনিয়র সচিব/সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

০৬ সিনিয়র সচিব/সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

০৭ সিনিয়র সচিব/সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

০৮ সিনিয়র সচিব/সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

০৯ সিনিয়র সচিব/সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

১০ সিনিয়র সচিব/সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

১১ সিনিয়র সচিব/সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

১২ সিনিয়র সচিব/সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

১৩ সিনিয়র সচিব/সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

১৪ সিনিয়র সচিব/সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়

১৫ সিনিয়র সচিব/সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

১৬ সিনিয়র সচিব/সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১৭ সিনিয়র সচিব/সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১৮ মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা

১৯ বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা

২০ মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা

২১ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ঢাকা

২২ চেমন আরা তৈয়ব, চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা

২৩ নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকা

২৪ মালেকা বানু, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

২৫ জাকিয়া কেয়া হাসান, নির্বাহী পরিচালক, দীপ্ত ফাউন্ডেশন

২৬ শাহিন আহমেদ চৌধুরী, সাবেক সদস্য পরিকল্পনা কমিশন

২৭ অধ্যক্ষ, ইডেন মহিলা কলেজ

২৮ প্রকল্প পরিচালক, নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম

২৯ নাসিমা আক্তার জলি, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম

৩০ নির্বাহী পরিচালক, শিশু উন্নয়ন ফোরাম

সদস্য-সচিব

৩১ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২। কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধে যাবতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ;

(খ) সারাদেশে যৌতুকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ার যাবতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(গ) সারাদেশে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঘ) গৃহীত পদক্ষেপ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন ও মনিটরিং;

(ঙ) যৌতুক নিরোধ আইন'১৯৮০ এর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণে পরামর্শ প্রদান;

(চ) যৌতুক নির্যাতন বন্ধে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণে পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(ছ) নারী ও শিশু নির্যাতন এবং যৌতুকের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অভিযোগ, রুজুকৃত মামলা, নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা, মামলাভিত্তিক শাস্তির বিবরণ সংগ্রহ, পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান।

৩। এ সংক্রান্ত বিগত ০৪-০৬-২০০৯ তারিখের নং-মশিবিম/শা-সেল/ যৌঃবিঃআঃকমিটি-৯/০৮/২০৩ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনটি বাতিল করা হলো।

৪। পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত এ কমিটি বলবৎ থাকবে এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবিনা ফেরদৌস
উপসচিব-সেল।

তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ আশ্বিন ১৪২৭/১৫ অক্টোবর ২০২০

নং ১৫.০০.০০০০.০১৯.২২.০১০.১৫-২৫৪—পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সরকারি সকল ক্রোড়পত্র তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর সংস্থাকে অনুরোধ করা হলো।

২। ইহা প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কামরুন নাহার
সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ কার্তিক ১৪২৭/২৭ অক্টোবর ২০২০

নং ৩৮.০০.০০০০.০০৪.০৪.০৬.২০-৮১৬—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মোল্লা, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মনপুরা, ভোলা (প্রাক্তন উপজেলা শিক্ষা অফিসার, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন;

যেহেতু, শুনানীতে তার প্রদত্ত বক্তব্য, লিখিত জবাব, দাখিলকৃত কাগজপত্র ও নথি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মোল্লা, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মনপুরা, ভোলা (প্রাক্তন উপজেলা শিক্ষা অফিসার, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও

আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ঘ) মোতাবেক "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

মোঃ আকরাম-আল-হোসেন
সিনিয়র সচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্য ও গণযোগাযোগ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ কার্তিক ১৪২৭/২০ অক্টোবর ২০২০

নং ১৫.০০.০০০০.০২৫.১৮.২০২.১৫.২৩১—যেহেতু, তথ্য অধিদফতরের তথ্য অফিসার জনাব মো: আলী হোসেন জনৈক সালাহ উদ্দিন আহমেদ ও আরিফ সেখ-কে চাকরি দেয়ার শর্তে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা এবং জনৈক পাঠান সোহাগ-কে চাকরি দেয়ার শর্তে ১০ (দশ) লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা নগদ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে টাকা ফেরত প্রদান না করায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ তথ্য অধিদফতরে লিখিত অভিযোগ করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ঘ) মোতাবেক "দুর্নীতি" এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে ০৩-০৯-২০১৮ তারিখে তার বিরুদ্ধে ০২/২০১৮ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়।

২। যেহেতু, জনাব মোঃ আলী হোসেন এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২৯-১১-২০১৬ তারিখের ১৫.৫২.০০০০.০১১.১৮.১৩০.১৪.৩৪১৭ নম্বর স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হলে লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। সে প্রেক্ষিতে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। বিধি অনুযায়ী তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তে জনাব মোঃ আলী হোসেন এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ঘ) তে বর্ণিত "দুর্নীতি" এর অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদন দাখিল করেন। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৮) ও ৭(৯) বিধি মতে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়। দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় এবং তদন্তে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর ৩(১)(ক) অনুযায়ী অভিযুক্ত জনাব মোঃ আলী হোসেন-কে চাকরির বর্তমান পদ থেকে নিম্নপদ বা নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণের গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৩। যেহেতু, জনাব মোঃ আলী হোসেন, তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ক্যাডারভুক্ত একজন কর্মকর্তা বিধায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা-২০১৮ এর বিধি ৭(১০) অনুযায়ী তাঁকে গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের মতামত গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন চাকরির বর্তমান পদ থেকে নিম্নপদ বা নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণের গুরুদণ্ড প্রদানে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে।

৪। যেহেতু, জনাব মোঃ আলী হোসেন, তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা-২০১৮ এর বিধি ৩ এর (ঘ) এ বর্ণিত "দুর্নীতির" অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪ এর ৩(১)(ক) অনুযায়ী নিম্নপদ বা নিম্ন বেতন গ্রেডে অবনমিতকরণের গুরুদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বর্তমান বেতন স্কেল টাকা ২২০০০-৫৩০৬০/-এর নিম্ন বেতন স্কেল টাকা ১৬০০০-৩৮৬৪০/- স্কেলে ১৬৮০০/- মূল বেতনে সহকারী তথ্য অফিসার পদে নামিয়ে দেয়ার গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব করা হলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেন।

৫। সেহেতু, বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ক্যাডারের অভিযুক্ত কর্মকর্তা, জনাব মোঃ আলী হোসেন তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর ঢাকা এর বিরুদ্ধে "দুর্নীতি" এর অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, বিধি ৪ এর ৩(১)(ক) অনুযায়ী নিম্নপদ বা নিম্ন বেতন গ্রেডে অবনমিতকরণের গুরুদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বর্তমান বেতন স্কেল টাকা ২২০০০-৫৩০৬০/-এর নিম্ন বেতন স্কেল টাকা ১৬০০০-৩৮৬৪০/- স্কেলে ১৬৮০০/- মূল বেতনে সহকারী তথ্য অফিসার পদে অবনমিত করা হলো।

৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কামরুন নাহার
সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ কার্তিক ১৪২৭/০৪ নভেম্বর ২০২০

নং ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৩৩.২০-১৭৭—যেহেতু, জনাব আব্দুল হামিদ মোড়ল, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ), জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট), ঢাকা, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়ার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব আব্দুস ছামাদ তালুকদারের স্বাক্ষর জাল করে নিপোর্টের পরিচালক (প্রশিক্ষণ), জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান ও অডিওভিজ্যুয়াল স্পেশালিস্ট জনাব রাজিবুল হাসানকে জড়িয়ে দুর্নীতি দমন অফিসসহ বিভিন্ন অফিসে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ দাখিল করেছেন। এ ধরনের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ দাখিলের কারণে নিপোর্টের সাবেক মহাপরিচালক, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান, অডিওভিজ্যুয়াল স্পেশালিস্ট জনাব রাজিবুল হাসান এবং FWVTI (বর্তমানে RPTI) কুষ্টিয়ার অধ্যক্ষ জনাব আব্দুস ছামাদ তালুকদারসহ ১২ জন অধ্যক্ষ ও ২০ জন প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার সম্মানহানিসহ প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে;

যেহেতু, জনাব আব্দুল হামিদ মোড়ল, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ), জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) এর বিরুদ্ধে অসংগত, চাকরির শৃঙ্খলার জন্য হানিকর ও শিষ্টাচার বহির্ভূত উল্লিখিত কার্যকলাপের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কারণ দর্শানো হয়েছে এবং তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ২৭-১০-২০২০ খ্রি. তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তিনি জবাবে ও শুনানিতে লিখিত স্বীকারোক্তি প্রদান করেছেন এবং শুনানিকালে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তার এ

অন্যায় কাজের জন্য তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত ও লজ্জিত। তিনি ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘৃণীত কাজ আর কখনোই করবেন না;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে শর্তহীনভাবে সকল অভিযোগ স্বীকার করেছেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

সেহেতু, সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে অভিযুক্ত জনাব আব্দুল হামিদ মোড়ল, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ), জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট), ঢাকা'কে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৭(২)(খ) বিধি মোতাবেক লঘুদন্ড হিসেবে 'তিনরস্কার' দণ্ড আরোপ করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আলী নূর
সচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ পৌষ ১৪২৭/২৯ ডিসেম্বর ২০২০

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৭.১১.১৮২.১২.৫৫২—যেহেতু জনাব মোঃ মফিজ উদ্দিন, প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে মোসাঃ সাবিনা ইয়াসমিন, পিতা-মৃত আলহাজ মোঃ আব্দুল কাদের সরদার, গ্রাম-গোপালপুর, ডাকঘর-নিশ্চিন্তপুর, উপজেলা-সুজানগর, জেলা-পাবনা কর্তৃক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু মোসাঃ সাবিনা ইয়াসমিন-এর সাথে ১৫-০৬-২০১৪ তারিখে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক জনাব মোঃ মফিজ উদ্দিন, প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়-এর বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের কিছুদিন পর থেকে মোসাঃ সাবিনা ইয়াসমিন-এর নিকট জনাব মোঃ মফিজ উদ্দিন যৌতুক দাবী করেন; এবং

যেহেতু যৌতুক দাবির কারণে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মোসাঃ সাবিনা ইয়াসমিন মামলা রুজু করেন, যার নং-১৪(৮), জিআর নং-২৮৮/১৪, নারী ও শিশু মামলা নং-১৩৩৩/২০১৮। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৮, ঢাকা গত ২৯-১১-২০২০ তারিখে জনাব মোঃ মফিজ উদ্দিনকে দোষী সাব্যস্ত করে ২(দুই) বছর বশ্রম কারাদণ্ড এবং ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অর্থ দণ্ড, অনাদায়ে আরো ৩(তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন মর্মে রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে; এবং

যেহেতু ফৌজদারী মামলায় দণ্ডিত কর্মচারির ক্ষেত্রে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ৪২(১) ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, "কোনো সরকারি কর্মচারী ফৌজদারি মামলায় আদালত কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড বা ১(এক) বৎসর মেয়াদের অধিক মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে, উক্ত দণ্ড আরোপের রায় বা আদেশ প্রদানে তারিখ থেকে চাকরি হইতে তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত হইবেন",

সেহেতু সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ৪২(১) ধারা অনুযায়ী মহামান্য আদালতের রায় প্রদানের তারিখ ২৯-১১-২০২০ হতে জনাব মোঃ মফিজ উদ্দিন, প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা-কে তাৎক্ষণিক বরখাস্ত করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সেলিম রেজা
সচিব।